দেখে এলাম স্বদেশ

(চিরকুট ৩০)

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর নিজ দেশে গেলাম। ফিরে আসার পর অনেকের প্রশ্ন কি দেখলেন, কেমন দেখলেন? আসলে কি দেশটাকে একমাসে দেখা সম্ভব। বাংলাদেশ একটা ভিন্ন রকম দেশ – সেটা আমরা সবাই জানি। তবে স্বল্প সময়ে আমি কেমন দেখলাম, সেটার কিছু বর্ননা দেবার চেষ্টা করবো।

অর্থনীতির দিক দিয়ে বাংলাদেশ একটা সম্ভাবনার দেশ, এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমস্যা হচ্ছে সে সম্ভাবনাটাকে গিলে খাচ্ছে বিবেকহীন এবং হ্রস দৃষ্টির কিছু মানুষ। অবশ্যই কারন আছে এর পিছনে। বাংলাদেশের মানুষ কোন ভাবেই তাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পায়না, পায়না কোন রকমের নিরাপত্তার আভাস – তাই সবাই ভবিষ্যৎতের নিরাপত্তার জন্যে সম্পদ সংগ্রহ এবং সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। সেটা করে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র থেকে – গ্রামের চাষী করিমের ছেলেও। এ ক্ষেত্রে কোন নীতি বা ধর্মের ধার ধারে না। এটা এক সময় প্রতিযোগীতায় রুপান্তরিত হয়েছে। বন্ধুদের অনেকে ঢাকায় কন্ডোমিনিয়াম কিনেছে যা দাম ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা – আর যারা পারেনি ঢাকায় তারা জমি কিনছে মফস্বলে। সমস্যা হচ্ছে তাদের সম্পদ সংগ্রহের কোন তো সীমারেখা নেই যে যেখানে গিয়ে থামবে তারা। এ কাজে সবাই বুদ্ধিমানের মতো তাদের সুবিধা সমুহ (যেমন রাজনৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক শক্তি) ব্যবহার করে। আর এ প্রক্রিয়ায় পুরোদেশটা হয়ে গেছে অনিয়ম আর বিশৃংখলায় ভরপুর।

প্রত্যেকটা ক্রিয়ার যেমন প্রতিক্রিয়া থাকে তেমনি ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম আর বিশৃংখলার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিচ্ছে সামাজিক অনিয়ম। জন্ম নিচ্ছে চাঁদাবাজ – মাস্তান আর গড ফাদার কালচারের। যেমন মনে করুন একজন ওয়াসার পানির মিটার রিডার সুদুর কোন গ্রাম থেকে এসে তার সংগৃহিত অর্থে ঢাকায় প্রসাদতুল্য বাড়ী বানাবে। সে সময় সে কিছুটা ঝামেলা মুক্তির জন্যে পাড়ার সাহসী ছেলেটাকে হাতে লাখতে কিছু নগদ অর্থ আর একটা কৃত্রিম সন্মান দিলেন এবং শুরু হলো একজন মাস্তানের যাত্রা। একসময় তার সাহস বেড়ে তার চাহিদার সীমাকে অনেক দুর নিয়ে গেলে যাতে পত্রিকায় নাম বিশেষন সহ (গলাকাটা, পেটকাটা বা কালা, ধলা ইত্যাদি) উঠে সে হলো টপ মাস্তান। তাকে মারার জন্যে বর্তমান সরকার "র‍্যাব" পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। তাতে কিন্তু দৃশ্যমান আগাছা বিলিন হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আগাছার গোড়া কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। শুনা যাচ্ছে "র‍্যাব" একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি দুর্বল – সেখানে এটা হবে আরো ভয়াবহ।

মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন যে পিলারটি তার সাথে যুক্ত হয়েছে – তা হচ্ছে বিচার ব্যবস্থা। সভ্য সমাজের প্রধান নর্ম হচ্ছে যে কোন মানুষকে দোষী সাব্যস্থ করার আগে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া। বাংলাদেশের সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এখন আর সে দিকে না গিয়ে তার উল্টা দিকে যাচ্ছে। হয় জনগন রাস্তায় একজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলছে একটা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নয়তো র‍্যাব মেরে ফেলছে – নয়তো পুলিশ নিজেই মেরে ফেলছে একটা মিথ্যা গল্প বলে। সে মিথ্যা গল্পটা সকল মিডিয়া প্রচার করছে আগ্রহের সাথে। মিথ্যার এমন অবাধ প্রবাহ ২য় বিশ্বযুদ্ধের নাজীদের পর আর কেহ করেছে কিনা জানা নেই। পাঠক, মিথ্যাকে মিথ্যা জেনে তার সাথে সহাবস্থান কোন ধর্মের প্রভাব বা কোন ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া কিনা এবিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্যে মুক্তমনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

আশার আলো যে নেই তা নয়। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, বেসরকারী ব্যাংকের সেবা আর বাংলাদেশ রেলওয়ের সময় আর সেবা দেখে অভিভুত হয়েছি। আরশোলার বিষয়টা বাদ দিলে বাংলাদেশে রেলওয়ের সময়ানুবর্তীতা আর রেলওয়ে কর্মচারীদের ব্যবহার সত্যই মুগ্ধ করেছে। ভাল লেগেছে ঢাকা শহরের বাসে চড়ে – যা নিরাপদ এবং আরামদায়ক। এ ছাড়া আজিজ সুপার মার্কেটের বই দেখে বেশ ভাল লেগেছে।

অবাক হয়েছি ঢাকার নব নির্মিত নভোথিয়েটার, আইটি মার্কেট আর বসুন্ধরা মার্কেট দেখে আর বিচলিত হয়েছি ঢাকার জ্যাম দেখে। দুঃখ পেয়েছি বাংলাদেশের মানুষের চিন্তার দুর্দশা দেখে। প্রচন্ড একটা নীতিহীনতা কাজ করছে সমাজে। সাথে যোগ দিয়েছে দ্রুত পরিবর্তনশীল ভারতীয় টিভি কালচার। যা বাংলাদেশের মানুষকে একটা কাল্পনিক জগতে নিয়ে যাচ্ছে। সে জন্যে দেখবে শাহ কিবরিয়ার ভয়াবহ হত্যা কান্ডের পর লক্ষ মানুষের সমাগম হয় ক্রিকেট মাঠ। রাতে

সবাই বসে দেখে "ইন্ডিয়ান আইডল" - সুনামীর ভয়াবহতা তাদের স্পর্শ করে না। ১৯৯০ সালের গালফ ওয়ারে যেমন মানুষ প্রবলভাবে আলোড়িত ছিল- এখন মানুষ এসব নিয়ে ভাবে না। পুঁজিবাদের এক বিকৃত রূপে প্রচন্ড প্রভাবে প্রবল এক ভোগবাদী সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছে বাংলাদেশ। সবার চাই ভোগের সামগ্রী। যেমন মনে করুন - মধ্যবিত্ত সব সময়ই একটা হীন মন্যতায় ভোগছে। তারা সে হীন মন্যতাটাকে ঢাকতে চায় বাহ্যিক চাকচক্য দিয়ে। একটা কম্পিউটার কিনতে হবে এবং একটা সেল ফোন। অনেক বাসায় দেখেছি কম্পিউটার ব্যরহৃত হয় শুধুমাত্র হিন্দি সিনেমা দেখে বা হিন্দি গান শুনে। মোদ্দা কথা হচ্ছে কি কিনলো সেটা বিষয় নয় - কত বেশী দিয়ে কিনলো সেটাই হচ্ছে সামাজিক মর্যাদার নিয়ামক। সেখানে মৌলবাদীরা যদিও কয়েকটা বোমা ফুটিয়ে কিছু মানুষ মারেও - তাদের জন্যেও একটা ইস্পিত সমাজ প্রতিষ্ঠা কঠিন হবে। একটা জটিল সামাজিক এবং আর্থিক ব্যবস্থার দিকে এগুচ্ছে বাংলাদেশ। তার ভিতরে বসবাস করার জন্যে যা দরকার তা অর্জন করছে সবাই - সেটা হচ্ছে একধরনের নির্বিকার ভাব। শুধু নিজের সুবিধার জন্যে যতটুকু দরকার তার বাইরে চিন্তা না করা। আপন ভাল- সব ভাল এ হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক দর্শন।

এতক্ষনে পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ১৪ কোটি মানুষে দেশ বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা বাইরে বসে যা ভাবি তা কিন্তু ঠিক নয়। নিউইয়র্ক টাইমস আর আনন্দ বাজার যা লিখে তাতে বাংলাদেশের মানুষের কিছু একটা আসে যায় না - তেমনি সদালাপে কিছু মানুষের কষ্টের কথা লিখে বাংলাদেশের কোন পরিবর্তনতো দুরে থাকুক - এক ফোঁটা প্রতিক্রিয়া ফেলা সম্ভব নয়- এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি এবারে। সদালাপ হচ্ছে বাংলাদেশের সমুদ্রসম সমস্যার মধ্যে একটা খরকুটার মতো। একটু ভাল করে দেখলে দেখবেন এটা শুধু মাত্র পন্ডশ্রম। না পারছি আমরা একটা বিষয়ে একমত হতে - না পারছি নিজের ইগোর বাইরে এসে দেশের বিষয়ে লিখতে। একদল মুখস্ত রচনার মতো ইসলামকে গালাগালি করছে আর একদল সেটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। গত দু বৎসরে কি ইসলামের পক্ষে একটা যৌক্তিক কথা কেহ বলেনি যে - তথাকথিত মুক্তমনারা একটুও নমনীয় হতে পারেন? আসলে এটা হচ্ছে একটা খেলা - কেহ হারবে না এ খেলায় - চলবে অনন্তকাল এ খেলা। দেশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আমরা কিছু মানুষ বিদেশে বসে দেশের জটিল সমস্যা নিয়ে "রচনা বিলাস" খেলছি। নিজেও আমি সে বিলাসিতায় গা ভাসিয়েছি। আর নয়।

তবে বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের জন্যে একটা পথ খোলা আছে - তা বলা আছে শ্রদ্ধেয়
গাফফার চৌধুরীর লেখায়। সেটাই আমার মতে একমাত্র পথ। কামার বাড়ীতে কবিতা পাঠের সময় এটা নয়।

তাই অনেক ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি নিজেকে সদালাপ থেকে সরিয়ে নেব। যদি কেহ সদালাপের দায়িত্ব নিতে চান - দ্রুত যোগাযোগ করুন। যারা এতো দিন সদালাপকে সমর্থন দিয়েছেন তাদের মধ্যে যদি কেহ আগ্রহী হোন - দয়া করে জানাবে। নিঃশর্তভাবে সদালঅপের দায়িত্ব দিয়ে হস্তান্তর করা হবে।

সদালাপ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না। এবং সেটা যত দ্রুত সম্ভব করা হবে।

সদালাপ বন্ধ হলে কি করবো - এর বাবদ যা খরচ হতো তা দিয়ে দেব ওয়ার্ল্ড ভিশনকে আর যে সময় ব্যয় হতো তা দেব আমার ছেলেদেরকে। এ সিদ্ধান্তটা চূড়ান্ত। তবে লেখালেখির জগত থেকে এখনই বিদায় নেব না।

সবাই ভাল থাকুন।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
ফেব্রুয়ারী ৬, ২০০৫